1:48 64.62 KB/s 94%

Question 1 Incorrect

দাপ্তরিক কাজের জন্য উপযোগী ভাষা হলো-

A আঞ্চলিক ভাষা

B কথ্য ভাষা

C সাধু ভাষা ✔

D চলিত ভাষা

A 1% B 0% C 66% D 34%

Solution:

দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্য রচনা, যোগাযোগ ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়। যেমন: দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রে সাধু রীতির ব্যবহার- আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য। (বাংলাদেশের সংবিধান, বিশ শতক)।

Question 2 Correct

বলিয়া > বলে কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন?

A অভিশ্রুতি ✓

B ব্যঞ্জনবিকৃতি

C অন্তর্হতি

D বিষমীভবন

A 82% B 4% C 10% D 4%

Solution:

বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমন: করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'। এরূপ = শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

Question 3 Correct

মহাপ্রাণ বর্ণ নির্ণয় করুন?

A জ

B ড

C ক

D ঠ ✓

A 3%	B 2%	C 2%	D 93%

Solution:

কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন: খ ছ ঠ থ ফ ঘ ঝ ঢ ধ ভ এগুলো হচ্ছে মহাপ্রাণ ধ্বনি। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণ বা ধ্বনি।

Question 4 Correct

ফাল্গুন > ফাগুন এখানে কোন ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে?

Question 4 Correct

ফাল্গুন > ফাগুন এখানে কোন ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে?

A অন্তর্হতি ✔

B সমীভবন

C বিষমীভবন

D ব্যঞ্জনচ্যুতি

A	75%	B	3%	C	2%	D	22%

Solution:

অন্তর্হতি: পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে বা অন্তর্হতি হলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন: ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

Question 5 Correct

ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে

1:49 100.6 KB/s 94%

Question 5 Correct

ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?

A অ ✔

B ই

C উ

D আ

A 97%	B 1%	C 0%	D 2%

Solution:

কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হস্‌চিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি 'অ' আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

Question 6 Correct

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

1:49 94%

Question 6 Correct

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

A ধ্বনিতত্ত্ব ✓

B রূপতত্ত্ব

C বাক্যতত্ত্ব

D অর্থতত্ত্ব

A 90%	B 9%	C 2%	D 1%

Solution:

প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় ৪ টি এগুলো হলো ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থ তত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্ব অংশে ধ্বনি, বর্ণ, সন্ধি, ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান প্রভৃতি আলোচিত হয়। শব্দতত্ত্ব অংশে শব্দের গঠন ও প্রকার, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, কারক, সমাস, ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহারের নিয়মই হলো বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্ব অংশে বাক্য, পদক্রম, বাগ্‌ধারা, বাক্য সংকোচন, বিরাম চিহ্ন

Question 7 Correct

কোন বর্ণগুলো ঘোষ অল্পপ্রাণের উদাহরণ?

A দ, ড ✔

B প, ব

C খ, ঘ

D চ, ঝ

A 82% B 12% C 3% D 3%

Solution:

যে বর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রীতে ঘোষ কিংবা গম্ভীর অনুরণন সৃষ্টি হয় তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ হলো ঘোষ ধ্বনি। কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি হলো অল্পপ্রাণ। যেমন: ক, গ, ত, দ, ট, ড ইত্যাদি। তাই দ, ড হলো ঘোষ অল্পপ্রাণ।

1:49 Vo) LTE 153.1 KB/s 94%
ıe.uttoron.academy 20
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

Question 8 Correct

নিচের কোন বর্ণ দুটি কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়?

A গ, ঘ ✔

B ধ, ব

C ড, ঢ

D জ, ঝ

A 95% B 1% C 3% D 2%

Solution:

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্গীয় বর্ণগুলোর নামকরণ করা হয়। যেমন: কণ্ঠ্য বর্ণ: ক, খ, গ এবং ঘ। তালব্য বর্ণ: চ, ছ, জ, ঝ। মূর্ধন্য বর্ণ: ট, ঠ, ড, ঢ। দন্ত্য বর্ণ: ত, থ, দ, ধ। ওষ্ঠ্য বর্ণ: প, ফ, ব, ভ।

Question 9 Correct

1:49 89.83 KB/s 94%
ıe.uttoron.academy 20
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

Question 9 Correct

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি?

A ২৫টি ✓

B ৩২টি

C ৭টি

D ২টি

A 77% B 2% C 5% D 20%

Solution:

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ: কৈ, বৌ। এ ছাড়া আরো তেইশটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে কিন্তু এদের জন্য পৃথক কোনো বর্ণ নেই। অর্থাৎ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি সাকুল্যে পঁচিশটি।

Question 10 Correct

ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে-

A ব্যাকরণ ✔

B অর্থতত্ত্ব

C বাক্যতত্ত্ব

D শব্দতত্ত্ব

A 82% B 5% C 5% D 8%

Solution:

ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ।

Question 11 Correct

ছোটদাদা > ছোটদা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন ?

Question 11 Correct

ছোটদাদা > ছোটদা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন ?

A ব্যঞ্জনসঙ্গতি

B ব্যঞ্জনবিকৃতি

C ব্যঞ্জনচ্যুতি ✔

D বিষমীভবন

A 2% B 2% C 91% D 4%

Solution:

ব্যঞ্জনচ্যুতি/ধ্বনিচ্যুতি (Dissonance): পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেলে তাকে ব্যঞ্জনচ্যুতি/ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন – বউদিদি > বউদি, ছোটদাদা > ছোটদা, বড়কাকা > বড়কা।

Question 12 Incorrect

নিচের কোন মৌলিক স্বরধ্বনিটি বিবৃত

Question 12 Incorrect

নিচের কোন মৌলিক স্বরধ্বনিটি বিবৃত ধ্বনি?

A ও

B আ ✔

C অ্যা

D অ

A 5% B 62% C 32% D 3%

Solution:

যেসব ধ্বনি ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর ধ্বনির সংখ্যা ৭ টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা। এই সাতটি ধ্বনির মধ্যে ই, উ হলো সংবৃত ধ্বনি, এ, ও হলো অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি। আ হলো বিবৃত ধ্বনি এবং অ্যা, অ হলো অর্ধ-বিবৃত ধ্বনি।

Question 12 Incorrect

নিচের কোন মৌলিক স্বরধ্বনিটি বিবৃত ধ্বনি?

A ও

B আ ✓

C অ্যা

D অ

A 5% B 62% C 32% D 3%

Solution:

যেসব ধ্বনি ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর ধ্বনির সংখ্যা ৭ টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা। এই সাতটি ধ্বনির মধ্যে ই, উ হলো সংবৃত ধ্বনি, এ, ও হলো অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি। আ হলো বিবৃত ধ্বনি এবং অ্যা, অ হলো অর্ধ-বিবৃত ধ্বনি।

Question 13 Incorrect

নিচের কোনগুলো জিহ্বামূলীয় বর্ণ?

A ত, থ, দ, ধ

B চ, ছ, জ, ঝ

C ক, খ, গ, ঘ ✔

D ট, ঠ, ড, ঢ

A 9% B 16% C 63% D 12%

Solution:

১. কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ: ক, খ, গ, ঘ।
২. তালব্য বা অগ্রতালুজাত বর্ণ: চ, ছ, জ, ঝ।
৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাদ-দন্তমূলীয় বর্ণ: ট, ঠ, ড, ঢ।
৪. দন্ত্য বা অগ্রদন্তমূলীয় বর্ণ: ত, থ, দ, ধ।
৫. ওষ্ঠ্যবর্ণ: প, ফ, ব, ভ।

Question 14 Correct

1:50 88.91 KB/s 94%

Question 14 Correct

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের কোন শাখা হতে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে?

A শতম ✓

B কেন্তম

C আর্মানিক

D শ্লাভীয়

A 79% B 21% C 0% D 0%

Solution:

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখার রূপের পরিবর্তন হতে হতে তা প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। প্রাকৃত ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গৌড়ী অপভ্রংশ, গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বঙ্গ-কামরূপী ও পরে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়।

Question 15 Incorrect

নিচের কোনটি দীর্ঘস্বরের উদাহরণ?

1:50 Vo) LTE 0.75 KB/s 94%

Question 15 Incorrect

নিচের কোনটি দীর্ঘস্বরের উদাহরণ?

A এ ✔

B ঋ

C অ

D ই

A 55% B 32% C 5% D 8%

Solution:

- যে স্বরের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাকে হ্রস্বস্বর বলে। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর ৪টি। যথা: অ, ই, উ, ঋ।
- যে স্বরের উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে তাকে দীর্ঘস্বর বলে। দীর্ঘস্বর বাংলা ভাষায় ৭টি। যথা: আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

Question 16 Skipped

বাংলা ভাষায় সংখ্যাবর্ণ কয়টি?

Question 16 Skipped

বাংলা ভাষায় সংখ্যাবর্ণ কয়টি?

A ১০টি ✔

B ৮টি

C ৭টি

D ১১টি

A 77%	B 2%	C 2%	D 20%

Solution:
বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

Question 17 Correct

গল্প > গপ্প এটি কোন ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন?

A অভিশ্রুতি

B বিষমীভবন

Question 17 Correct

গল্প > গপ্প এটি কোন ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন?

A অভিশ্রুতি

B বিষমীভবন

C অসমীকরণ

D সমীভবন ✔

A 5% B 8% C 5% D 82%

Solution:

দুটি আলাদা ব্যঞ্জন থেকে একটির পরিবর্তনে যদি সমান হয় তখন তাকে সমীভবন বলে। যেমন: গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম ইত্যাদি। সমীভবনকে ব্যঞ্জন সংগতিও বলা হয়। সমীভবন তিন রীতির হয়। প্রগত সমীভবন: পদ্ম > পদ্দ, রাজ্য > রাজ্জ। পরাগত সমীভবন: কর্তা > কত্তা, যতদূর > যদ্দুর। অন্যোন্য সমীভবন: বৎসর > বচ্ছর, বিশ্রী > বিচ্ছিরি।

Question 18 Correct

Question 18 Correct

নিচের কোনটি প- বর্গীয় ধ্বনি?

A ধ

B জ

C ম ✓

D ঙ

A 1% B 0% C 98% D 0%

Solution:

ক থেকে ম পর্যন্ত ধ্বনিগুলোকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা ২৫টি। এই ২৫টি ধ্বনি ৫টি বর্গে বিভক্ত। যেমন: ক- বর্গীয় ধ্বনি:
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ- বর্গীয়: চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট- বর্গীয়: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত- বর্গীয়: ত, থ, দ, ধ, ন; প- বর্গীয়: প, ফ, ব, ভ, ম। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিগুলো অঘোষ এবং তৃতীয়-চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনিগুলোকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি।

Question 19 Correct

বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?

A ৩২ ✓

B ৩৪

C ২৮

D ২৩

A 97% B 1% C 2% D 0%

Solution:

বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি। যার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি, স্বরবর্ণ ৬টি। এছাড়া অর্ধমাত্রা বর্ণ ৮টি এবং মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি।

Question 20 Correct

বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল অঙ্গ কোনটি?

A দন্তমূল

Question 20 Correct

বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল অঙ্গ কোনটি?

A দন্তমূল

B জিভ ✔

C দাঁত

D তালু

A 1% B 95% C 1% D 3%

Solution:

মুখগহ্বরের নিচের অংশে জিভের অবস্থান। বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিভের স্পর্শের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

Question 21 Incorrect

বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার ব্যঞ্জন বর্ণ মোট কতটি?

A ১০টি

B ৪ টি

C ৭ টি ✓

D ৮ টি

A 2% B 1% C 69% D 28%

Solution:

স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের মাথার ওপরে যে সোজা দাগ থাকে তাকে মাত্রা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০ টি (স্বরবর্ণ ৪ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ৬ টি), অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮ টি (স্বরবর্ণ ১ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ৭ টি), পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২ টি (স্বরবর্ণ ৬ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ২৬ টি)।

Question 22 Correc

Question 22 Correct

বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?

A প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ

B দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ✔

C দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

D তৃতীয় বর্ণ

A 0% B 97% C 2% D 1%

Solution:

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি, এবং প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন:

বর্গীয় ধ্বনি	অঘোষ	ঘোষ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক-বর্গীয়	ক, খ	গ, ঘ	ক, গ	খ, ঘ
চ-বর্গীয়	চ, ছ	জ, ঝ	চ, জ	ছ, ঝ
ট-বর্গীয়	ট, ঠ	ড, ঢ	ট, ড	ঠ, ঢ
ত-বর্গীয়	ত, থ	দ, ধ	ত, দ	থ, ধ
প-বর্গীয়	প, ফ	ব, ভ	প, ব	ফ, ভ

1:51 1.86 KB/s 94%

Question 23 Correct

নিচের কোনটির সাহায্যে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

A ইঙ্গিতের সাহায্যে

B চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে

C কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে ✔

D ইশারার সাহায্যে

A 0% B 0% C 99% D 0%

Solution:

কন্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কণ্ঠধ্বনি বলতে মুখ গহ্বর, কণ্ঠ, নাক ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বোঝায়।

Question 24 Correct

নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি নয়?

Question 24 Correct

নিচের কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি নয়?

A ঐ ✓

B এ

C ও

D অ্যা

A 86% B 0% C 2% D 12%

Solution:

যেসব ধ্বনি ভেঙে উচ্চারণ করা যায় না তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর ধ্বনির সংখ্যা ৭ টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা। এই সাতটি ধ্বনির মধ্যে ই, উ হলো সংবৃত ধ্বনি, এ, ও হলো অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি। আ হলো বিবৃত ধ্বনি এবং অ্যা, অ হলো অর্ধ-বিবৃত ধ্বনি।

Question 25 Incorrect

ভাষার মূল উপাদান-

Question 25 Incorrect

ভাষার মূল উপাদান-

A বর্ণ

B বাক্য

C ধ্বনি ✓

D শব্দ

A 1% B 7% C 90% D 3%

Solution:

ভাষার মূল উপাদান হলো ধ্বনি। ধ্বনির মাধ্যমে ভাষার সৃষ্টি হয়। তখন এতে বর্ণ, শব্দ ও অর্থবোধক বাক্যের সৃষ্টি হয়। আর ভাষার মূল উপকরণ হল বাক্য। শব্দের মূল উপাদান/ উপকরণ/একক হল 'ধ্বনি'।

Question 26 Correct

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-

Question 26 Correct

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-

A মৈথিলী থেকে

B সংস্কৃত থেকে

C মাগধী প্রাকৃত থেকে

D গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে ✔

A 1% B 2% C 5% D 93%

Solution:

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে (সপ্তম শতাব্দীতে)।
ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে মাগধী প্রাকৃত হতে (দশম শতাব্দীতে)।

Question 27 Correct

সকাল > সক্কাল এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে?

Question 27 Correct

সকাল > সক্কাল এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে?

A অন্তর্হতি

B ব্যঞ্জনচ্যুতি

C অসমীকরণ

D দ্বিত্বব্যঞ্জন ✔

A 1% B 0% C 1% D 98%

Solution:

শব্দকে জোর দেয়ার জন্য একই ব্যঞ্জন দুবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্ব বলে। যেমন: সকাল > সক্কাল, পাকা > পাক্কা, সবাই > সব্বাই, ঢাকা > ঢাক্কা ইত্যাদি।

Question 28 Correct

কোনগুলো শিস ধ্বনি?

A ঙ, ঞ, ন

1:52 0.41 KB/s 94%

Question 28 Correct

কোনগুলো শিস ধ্বনি?

A ঙ, ঞ, ন

B প, ফ, ভ

C শ, স, ষ ✔

D য, র, ল

A 1% B 1% C 98% D 0%

Solution:

শ, স, ষ- এই তিনটি বর্ণকে উষ্ম বর্ণ বলে। শিস দেয়ার ধ্বনির সাথে এর মিল আছে বলে, এদের ঘর্ষণজাত ধ্বনি বা শিস ধ্বনি বা শিসবর্ণও বলা হয়। এই বর্ণগুলোর উচ্চারণ ইংরেজি Sh এর মতো। 'হ' বর্ণও একটি উষ্ম বর্ণ। কণ্ঠনালিতে এটি উৎপন্ন হয়।

Question 29 Correct

'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

Question 29 Correct

‘হ্ম’ যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

A হ্ + ম ✓

B ষ্ + ম

C ম্ + হ

D ক্ + ষ

A 71%	B 2%	C 3%	D 25%

Solution:

‘হ্ম’ যুক্ত বর্ণটি ‘হ্ + ম’ নিয়ে গঠিত হয়েছে। তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে ‘ম’ এর উচ্চারণ আগে হবে এবং পরে হবে ‘হ’ এর উচ্চারণ। অর্থাৎ উচ্চারণের ক্ষেত্রে হবে ‘ম্ + হ’ ।

Question 30 Correct

বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণের সংখ্যা কয়টি?

A ৪টি

1:52 0.2 KB/s 94%
ıe.uttoron.academy 20
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

Question 30 Correct

বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণের সংখ্যা কয়টি?

A ৪টি

B ২টি

C ৫টি

D ৬টি ✔

A 5% B 1% C 2% D 93%

Solution:

স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের মাথার ওপরে যে সোজা দাগ থাকে তাকে মাত্রা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা ১০ টি (স্বরবর্ণ ৪ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ৬ টি), অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮ টি (স্বরবর্ণ ১ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ৭ টি), পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২ টি (স্বরবর্ণ ৬ টি + ব্যঞ্জন বর্ণ ২৬ টি)।

Past Exam

1:56 Vo) LTE 5.18 KB/s 93%
ie.uttoron.academy 20

A 90% B 9% C 2% D 1%

Solution:

প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় ৪ টি এগুলো হলো ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং অর্থ তত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্ব অংশে ধ্বনি, বর্ণ, সন্ধি, ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধান প্রভৃতি আলোচিত হয়। শব্দতত্ত্ব অংশে শব্দের গঠন ও প্রকার, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, কারক, সমাস, ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহারের নিয়মই হলো বাক্যতত্ত্ব। বাক্যতত্ত্ব অংশে বাক্য, পদক্রম, বাগ্‌ধারা, বাক্য সংকোচন, বিরাম চিহ্ন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়। আর মূখ্যার্থ, গৌণার্থ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ প্রভৃতি শব্দ তত্ত্বে আলোচিত হয়।

Question 7 Correct

কোন বর্ণগুলো ঘোষ অল্পপ্রাণের উদাহরণ?